বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা

(বিচার শাখা)

www.supremecourt.gov.bd

সার্কুলার নং- জে-০১/২০১৯

তারিখঃ ৩০ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১২ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ The Probation of Offenders Ordinance, 1960 এর বিধান প্রতিপালন সংক্রান্ত।

বর্তমানে দেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দন্ডিত অপরাধীদের সাজা ভোগের নিমিত্ত কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এতে দেশের কারাগারসমূহে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া সহ দেশের একটি প্রচলিত আইনের বিধানকে সরাসরি অবজ্ঞা করা হচ্ছে। ফলে কারাগারের পরিবেশসহ সমাজে এক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হতে চলেছে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য The Probation of Offenders Ordinance, 1960 এর বিধানাবলীর যথাযথ প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে স্মর্তব্য যে, আমাদের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধীকে সবক্ষেত্রেই সাজা আরোপ করা আইন সমর্থন করেনা; কেননা সাজা প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য সংশোধনমূলক (Reformatory); প্রতিহিংসামূলক (Retributory) নয়। সাজা প্রদানের উক্ত আদর্শিক বিষয় বিবেচনায় রেখে অপরাধীদের বয়স, পূর্বাপর আচার-আচরণ, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে উপর্যুক্ত আইনের বিধানাবলীর যথাযথ প্রয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। কোনো অবস্থাতেই প্রচলিত আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে (Deliberately) অবজ্ঞা (Ignore) করা বা প্রয়োগ না করা শুধুমাত্র অনাকাঙ্খিতই নয় বরং অসদাচরণের (Misconduct) শামিল।

২। The Probation of Offenders Ordinance, 1960 এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বে দন্ডিত হয়নি এমন কোনো অপরাধী অনধিক দুই বছরের কারাদন্ডে দন্ডনীয় কোনো অপরাধের জন্য দন্ডিত হলে আদালত অপরাধীর বয়স, স্বভাব-চরিত্র, প্রাক-পরিচয় অথবা শারীরিক বা মানসিক অবস্থা এবং অপরাধের ধরন অথবা অপরাধ সংঘটনে শাস্তি লাঘবকারী পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক যদি মনে করেন যে, দন্ডপ্রদান অসমীচীন এবং প্রবেশনের আদেশ প্রদান করা যথাযথ নয়, তাহলে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করে সতর্ক করতঃ অপরাধীকে অব্যাহতি দিতে পারেন অথবা উপযুক্ত মনে করলে আদেশে বিবৃত সময় হতে অনধিক এক বছর সময়ের জন্য কোনো অপরাধ না করার এবং সদাচরণে থাকার শর্তে জামিনদারসহ বা জামিনদার ছাড়া মুচলেকা প্রদানে বিমুক্ত হওয়ার আদেশ দিতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির (Conditional discharge) এরূপ আদেশ প্রদানের পূর্বে আদালত অপরাধীকে সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিবেন যে ঐ সময়কালে কোনো অপরাধ সংঘটন করলে বা সদাচরণের মধ্যে না থাকলে সে মূল অপরাধের জন্য প্রদত্ত সাজা ভোগ করবে।

৩। The Probation of Offenders Ordinance, 1960 এর ৫ ধারার বিধান অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড ও যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় কোনো অপরাধসহ দন্ডবিধির অন্যান্য কিছু ব্যতিক্রমধর্মী অপরাধ ব্যতীত অন্য সকল অপরাধে দন্ডিত পুরুষ অপরাধী এবং মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ ব্যতীত অন্য সকল অপরাধে দন্ডিত নারী অপরাধীর ক্ষেত্রে আদালত তাৎক্ষণিকভাবে সাজা আরোপ না করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ১ (এক) হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। উক্ত ধারায় উল্লিখিত দন্ডবিধির শাস্তিযোগ্য কিছু অপরাধ ব্যতীত কেবল দন্ডবিধির অন্যান্য সকল শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে The Probation of Offenders Ordinance, 1960 এর বিধান প্রয়োগযোগ্য।

৪। The Probation of Offenders Ordinance, 1960 এর ৬ ধারার বিধান অনুযায়ী আদালত যুক্তিযুক্ত মনে করলে অপরাধী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের এবং মামলার খরচ পরিশোধের আদেশ দিতে পারেন।

৫। প্রবেশন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আদালতকে অপরাধীর বয়স, চরিত্র, অপরাধীর পূর্বাপর ইতিহাস, শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ও অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করতে হবে। প্রবেশন মঞ্জুর করার সময় সংশ্লিষ্ট বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটকে আদালতে প্রবেশন অফিসারের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। যথাযথ ক্ষেত্রে The Probation of Offenders Ordinance, 1960 অনুযায়ী কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা না হলে আদালত তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

৬। এমতাবস্থায়, দন্ডিত অপরাধীদের সমাজের মূলস্রোতে পুনর্বাসনের এবং সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অধস্তন ফৌজদারী আদালতসমূহকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে The Probation of Offenders Ordinance, 1960 এর বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশিত হয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

৭। এই সার্কুলারের কোনো নির্দেশনাবলী অনুসরণে কোনো সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দিলে বা কোনো বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক উক্ত আইন প্রতিপালনে অনীহা বা গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের নজরে আনার জন্য স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে

স্বাঃ/-
(ড. মোঃ জাকির হোসেন)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
ফোনঃ ৯৫৬২৭৮৫
ই-মেইলঃ rg@supremecourt.gov.bd

কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৪। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৫। মহা-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৭। জেলা ও দায়রা জজ,--- ----------- (সকল)।
৮। মহানগর দায়রা জজ, -- (সকল)।
৯। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------------------------------(সকল)।
১০। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমনট্রাইব্যুনাল, --------------------------- (সকল)।
১১। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমনট্রাইব্যুনাল,------- ------------ (সকল)।
১২। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচারট্রাইব্যুনাল,--------- --------------------- --------- (সকল)।
১৩। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষট্রাইব্যুনাল, --------------------- --------- (সকল)।
১৪। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেটট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১৫। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিকট্রাইব্যুনাল,----- ------------------------------------- (সকল)।
১৬। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, --- (সকল)।
১৮। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত -------------------------------------(সকল)।
১৯। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা।
২০। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাতট্রাইব্যুনাল,----------------- (সকল)।
২১। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য়, কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২২। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
২৩। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২৪। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২৫। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২৬। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২৭। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা।
২৮। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৯। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
৩০। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
৩১। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,---(সকল)।
৩৮। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,---(সকল)।

(৭–৩৮: প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

৩৯। আইন কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয় (আইন শাখা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪১। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ১৪ আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৪২। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪৩। গবেষণা ও তথ্য কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ, ঢাকা [সংরক্ষণের জন্য]
৪৪। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৫। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৪৬। মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৭। রেজিস্ট্রার জেনারেলের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৮। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২২/০২/২০২০

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোনঃ ৯৫৬১৯৩২।